দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 2? MAY 1987

পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

151

শিক্ষাঙ্গন

নিরক্ষরতা ও প্রাথমিক শিক্ষা

বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার শতকরা মাত্র ২৩ জন। গত দশ-পনের বৎসর যাবত আমরা এই একই হারের কাছাকাছি সীমারেখায়ই দাঁড়িয়ে আছি। পরিস্থিতির কোন উন্নতি হচ্ছে না। শিক্ষিতের এই নিম্নহার এটাই নির্দেশ করে যে, আমাদের দেশে নিরক্ষরতার হার কত বেশী! সেদিক দিয়ে দেশটি অজ্ঞানতা ও নিরক্ষরতার অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে বিধায় নিরক্ষরতা জাতির জন্য একটি কলঙ্ক, একটি অভিশাপ। এই নিরক্ষরতার করাল গ্রাস থেকে আমরা মুক্তি পাচ্ছি না বলেই জাতি হিসাবে এখনো পৃথিবীর বুকে কোন সম্মানজনক আসন লাভ করতে পারিনি। নিরক্ষরতার কারণেই অনেক সমস্যার সমাধান না হয়ে তা দিন দিন জটিল হয়।

শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ছাড়া একটি দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক ও স্থায়ী উন্নতি কখনো সম্ভব নয়। জেলে, কৃষক, তাঁতী, কুটির শিল্পী যে যে পেশার কাজই করুক না কেন সে পেশায় ত্বরিত উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। এই সব পেশায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সম্ভব করতে হলে সংশ্লিষ্ট কর্মী ও শিল্পীদের শিক্ষিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যেমন একজন কৃষক যদি অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত থাকেন তাহলে কৃষিতে আধুনিক চাষ পদ্ধতি, সার-প্রয়োগ, সেচ, পোকা দমন, ফসল সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে প্রণীত লিফলেট, কাগজ, পুস্তিকা পড়ে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হবে। ফলে তার কৃষি কাজে সে আশাতীত উন্নতি হবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। সে রূপে মিল কলকারখানায় অশিক্ষিত শ্রমিকের পরিবর্তে শিক্ষিত শ্রমিক নিয়োগ করলে উৎপাদন ও ফল লাভ যে অনেক বেশী হবে তা তো অনেক অর্থনীতিবিদ প্রমাণ দিয়েই বলেছেন।

যে দেশের লোক যত বেশী শিক্ষিত হবে সে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতি তত দ্রুত ত্বরান্বিত হবে। ব্যভিচার, কুসংস্কার, অভাব-অনটন, দলাদলি, হিংসা-বিদ্বেষ, খুন-রাহাজানি, চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমেই হ্রাস ও দূর করা সম্ভব। অর্থাৎ সমাজের যাবতীয় অনাচার দূরকরতঃ সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠন একমাত্র শিক্ষা বিস্তার দ্বারাই সম্ভব। তাই বলা হয়, জাতীয় সামগ্রিক উন্নয়নের পূর্ব শর্ত হচ্ছে মৌলিক শিক্ষা বিস্তার। মৌলিক বা প্রাথমিক শিক্ষাই হচ্ছে জাতীয় প্রগতির একমাত্র চাবিকাঠি। দেশের লোক প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত নয় বলেই আমাদের সমস্যার অন্ত নেই। নিরক্ষরতার কারণে আমাদের সব উন্নয়ন প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হচ্ছে। সৎ ও আদর্শ নাগরিক সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধকরতঃ সমগ্র জাতিকে জাগাতে ও কর্মমুখী করে তুলতে শিক্ষাই একমাত্র হাতিয়ার। শিক্ষা তথা মৌলিক বা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যতীত দেশের জনগণের মধ্যে সামগ্রিক জাগরণ বা পুনর্জাগরণ আনা সম্ভব নয়।

দেশে প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটানো উচিত। শুধু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে নিরক্ষরতার এ মহাদৈত্যকে পরাভূত ও দূর করা সম্ভব হবে না। দেশের প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমানে যে গতি তা সন্তোষজনক নয়। এই গতি অব্যাহত থাকলে প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীন প্রকল্প গতানুগতিক ফলই দেবে। দুই হাজার সাল নাগাদও শিক্ষিতের হার আমরা শতকরা ৫০ ভাগে পৌছতে পারবো না। মনে রাখা উচিত আমরা যারা শিক্ষিত হয়েছি তারা যদি নিরক্ষরতার অন্ধকারে হাবুডুবু খাওয়া সাধারণ মানুষকে আলোতে উদ্ধার করতে না পারি তাহলে আমাদের মুক্তি নেই।

—সিরাজ হক